

একটি অনুরোধ: “আমার লোকদের যেতে দাও”

ফরৌণনের প্রতিক্রিয়া (যাত্রাপুস্তক ৫:১-২)

- থুটমোস তৃতীয় যখন ছোট শিশু ছিল, তখন মোশিকে ফরৌণ ঘোষিত হওয়া থেকে বিরত রাখতে হাতশেপসুট তাকে সিংহাসনে বসান। তখন মোশি মিশর থেকে পালিয়ে যান, যখন থুটমোস কিশোর মাত্র।
- চল্লিশ বছর পর মোশি আবার রাজদরবারে ফিরে এলেন। তিনি কি তাঁর রাজত্ব দাবি করতে এসেছিলেন? মোটেই না। তাঁর অনুরোধ ছিল সহজ: “আমার লোকদের যেতে দাও” (যাত্রাপুস্তক ৫:১)।
- ফরৌণনের জবাব ছিল একপ্রকার চ্যালেঞ্জ, তবে সেটা মোশির প্রতি নয়, বরং ঈশ্বরের প্রতি। সংক্ষেপে, তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করলেন (যাত্রাপুস্তক. ৫:২)।
- প্রকাশিত বাক্যে ফরৌণনের এই মনোভাব ১৮শ শতাব্দীর ফরাসি বিপ্লবের সময় ফরাসি জাতির প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে (প্রকা. ১১:৮)। ফরৌণের মতো, ফরাসি প্রজাতন্ত্র ধর্মকে বিলুপ্ত ঘোষণা করে নিজেকে একটি নাস্তিক জাতি হিসেবে ঘোষণা করেছিল।

জনগণের প্রতিক্রিয়া (যাত্রাপুস্তক ৫:৩-২১)

- মোশি যখন ঈশ্বরের দেখানো নিদর্শনগুলো জনগণের সামনে প্রদর্শন করেন, তখন তারা বিশ্বাস করে এবং উপাসনা করে (যাত্রাপুস্তক. ৪:২৯-৩১)। আমরা কল্পনা করতে পারি, তারা কী আশায় ফরৌণের জবাবের জন্য অপেক্ষা করছিল।
- কিন্তু জবাব ছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। ফরৌণ শুধু প্রত্যাখ্যানই করলেন না, বরং তাদের নির্মাণকাজের জন্য খড় না দিয়ে একই পরিমাণ কাজ করার আদেশ দিলেন (যাত্রাপুস্তক ৫:৬-৮)। এই অযৌক্তিক আদেশের কারণ কী ছিল?
- ফরৌণ বললেন, মোশি ও হারুন তাদের “শ্রম থেকে বিশ্রাম নিতে (Sabbath)” শিখিয়েছেন (যাত্রাপুস্তক. ৫:৫)। যদি তাদের ধর্ম এবং স্বাধীনতা নিয়ে কথা বলার সময় থাকে, তবে তাদের খড় জোগাড় করারও সময় থাকবে (যাত্রাপুস্তক. ৫:৯, ১৭)।
- যখন তাদের উপর অত্যাচার শুরু হয়, কাজের তদারককারীরা ফরৌণের কাছে অভিযোগ করে, কিন্তু তারা উপেক্ষিত হয়। তখন তারা মোশি ও হারুনের বিরুদ্ধে ফিরে যায় এবং তাদের দোষারোপ করে অবস্থা আরও খারাপ করার জন্য (যাত্রাপুস্তক. ৫:২০-২১)।

ঈশ্বরের প্রতিক্রিয়া (যাত্রাপুস্তক ৫:২২-৬:৮)

- ফরৌণ মোশির উপর রেগে যান। লোকেরা মোশির উপর রেগে যায়। মোশি... রাগ করেন না, কিন্তু হতাশ হন এবং ঈশ্বরের কাছে প্রশ্ন করেন: “আপনি কেন এই জাতিকে কষ্ট দিচ্ছেন? কেন আমাকে পাঠিয়েছেন?” (যাত্রাপুস্তক. ৫:২২)।
- ঈশ্বরের জবাব লক্ষ্য করুন (যাত্রাপুস্তক. ৬:১-৮):
 - (ক) **আমি কী করেছি:** আমি পূর্বপুরুষদের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছি; আমি তাদের সঙ্গে একটি চুক্তি করেছি; আমি তাদের কনান দেশ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম; আমি আমার জাতির কষ্টের শব্দ শুনেছি; আমি আমার প্রতিশ্রুতি মনে রেখেছি।
 - (খ) **আমি কী করব:** আমি মিশরীয়দের দাসত্ব থেকে তাদের মুক্ত করব; তাদের দাসত্ব থেকে উদ্ধার করব; আমার শক্তি প্রকাশ করব; তাদের আমার জাতি করে নেব; আমি তাদের ঈশ্বর হব; আমি তাদের কনান দেশ দেব।

মোশির প্রতিক্রিয়া (যাত্রাপুস্তক ৬:৯-১৩)

- ঈশ্বরের উৎসাহব্যঞ্জক কথা শোনার পর, মোশি আবার জাতির সঙ্গে কথা বলেন, কিন্তু তারা শোনে না (যাত্রাপুস্তক. ৬:৯)। ঈশ্বর তখন আবার ফরৌণনের কাছে গিয়ে ইসরায়েলের মুক্তি চাইতে বলেন (যাত্রাপুস্তক. ৬:১০-১১)।
- মোশি আবার অজুহাত দেন: আমার জাতিই যদি আমার কথা না শোনে, তবে ফরৌণ কেন শুনবে, যখন

আমি ঠিকমতো কথাও বলতে পারি না? (যাত্রাপুস্তক. ৬:১২)।

— মোশি হতাশ, বিষণ্ণ এবং নিরাশ ছিলেন। কিন্তু, আসাফ ও ইয়োবের মতো অন্যান্য মহান ব্যক্তি যারা একইভাবে কষ্ট পেয়েছিলেন, তিনিও হতাশার কাছে হার মানেননি। ঈশ্বরে তাঁর বিশ্বাস তাঁর অনুভূতির চেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিল।

— যখন আমরা হতাশার মধ্যে পড়ি, তখন আসাফের এই কথাগুলো আমাদের জন্য শক্তির উৎস হতে পারে.

“কিন্তু আমি নিরন্তর তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি; তুমি আমার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া রাখিয়াছ। তুমি নিজ মন্ত্রণায় আমাকে গমন করাইবে, শেষে সপ্রতাপে আমাকে গ্রহণ করিবে। স্বর্গে আমার কে আছে? পৃথিবীতেও তোমা ভিন্ন আর কিছুতে আমার প্রীতি নাই। আমার মাংস ও আমার চিত্ত ক্ষয় পাইতেছে, তথাপি ঈশ্বর চিরকাল আমার চিত্তের শৈল ও আমার দায়াংশ।” (গীত. ৭৩:২৩-২৬)

মোশি ও হারোণের ভূমিকা (যাত্রাপুস্তক ৬:২৮-৭:৭)

মোশির মনে হয়, “আমি কথা বলতে জানি না” — এটাই ছিল মোশির প্রিয় অজুহাত। এই কারণে তিনি ঈশ্বরকেও রাগিয়ে তুলেছিলেন! কিন্তু ঈশ্বরের কাছে প্রতিটি সমস্যারই একটি সমাধান আছে। তাঁর পরিকল্পনা ছিল স্পষ্ট: মোশির বাকপটু ভাই হারুন হবেন তাঁর “মুখ।” মোশি যা বলবেন, হারুন তা অন্যদের কাছে বলবেন (যাত্রাপুস্তক ৪:১০-১৬)।

— মিশরে প্রথম ব্যর্থতার পর, ঈশ্বর মোশিকে আবার মনে করিয়ে দিলেন যে হারোণ তাঁর সহকারী ও মুখপাত্র হিসেবে থাকবে (যাত্রাপুস্তক. ৭:১-২)।

— এই সময়ে ঈশ্বর একে নবীদের ভূমিকায় তুলনা করে বোঝান। নবীরা যেমন ঈশ্বরের কাছ থেকে বার্তা পেয়ে তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেন, তেমনি এই ক্ষেত্রে মোশি ঈশ্বরের ভূমিকায় এবং হারুন নবীর ভূমিকায় কাজ করেন।

— পরে অনেক নবীর ক্ষেত্রেও যেমন হয়েছিল, ঈশ্বর আগেই সতর্ক করেছিলেন যে এই বার্তা শোনা হবে না এবং তাঁকে বড় শক্তি দিয়ে কাজ করতে হবে (যাত্রাপুস্তক. ৭:৩)।

— যেমন যিহিফেল নবীকে বলা হয়েছিল, তেমনি মোশিরও কাজ ছিল লোকজন ও ফেরাউনের কাছে বার্তা পৌঁছানো, “তারা শুনুক বা না শুনুক, কারণ তারা খুবই বিদ্রোহী” (যিহিফেল. ২:৭)।

— আমাদের ক্ষেত্রেও এটি সত্য—আমরাই এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের শ্রবণযোগ্য কণ্ঠস্বর।
